৫০ যীশু তাঁকে বললেন, "তোমাকে সেই ডুমুর গাছের তলায়
দেখেছি, একথা বলবার জন্যই কি বিশ্বাস করলে? এর চেয়ে আরও
৫১ অনেক মহৎ ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।" পরে যীশু বললেন, "আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা স্বর্গ খোলা দেখবে, আর দেখবে
ঈশ্বরের দূতেরা মনুষ্যপুত্রের কাছ থেকে উঠছেন এবং তাঁর কাছে
নামছেন।"

কান্না গ্রামের বিয়ের ভোজ

২ এর দু'দিন পরে গালীলের কান্না গ্রামে একটা বিয়ে হয়েছিল।
২ যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই বিয়েতে যীশু এবং তাঁর
৩ শিষ্যরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। পরে যখন সমস্ত আংগুর-রস
ফুরিয়ে গেল, তখন যীশুর মা যীশুকে বললেন, "এদের আংগুর-রস
ফুরিয়ে গেছে।"
৪ যীশু তাঁর মাকে বললেন,"এই ব্যাপারে তোমার সংগে আমার কি
সম্বন্ধ? আমার সময় এখনও হয়নি।"
৫ তাঁর মা তখন চাকরদের বললেন, "ইনি তোমাদের যা করতে
বলেন তা-ই কর।"
৬ যিহূদী ধর্মের নিয়ম মত শুচি হবার জন্য সেই জায়গায় পাথরের
ছয়টা জালা বসানো ছিল। সেগুলোর প্রত্যেকটাতে দুই-তিন মণ করে
৭ জল ধরত। যীশু সেই চাকরদের বললেন,"এই জালাগুলোতে জল
ভরে দাও।" চাকরেরা তখন জালাগুলোর কাণায় কাণায় জল ভরে
৮ দিল। তারপর যীশু তাদের বললেন, "এবার ওখান থেকে অল্প তুলে
ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" চাকরেরা তা-ই করল।
৯ সেই আংগুর-রস, যা জল থেকে হয়েছিল, ভোজের কর্তা তা খেয়ে
দেখলেন। কিন্তু সেই রস কোথা থেকে আসল তা তিনি জানতেন না;
১০ তবে যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারা জানত। তাই ভোজের কর্তা
বরকে ডেকে বললেন,"প্রথমে সকলে ভাল আংগুর-রস খেতে দেয়।
তারপর যখন লোকের ইচ্ছামত খাওয়া শেষ হয়, তখন যে রস দেয় তা
আগের চেয়ে কিছু মন্দ। কিন্তু তুমি ভাল আংগুর-রস এখনও পর্যন্ত
রেখেছ।"
১১ যীশু গালীল প্রদেশের কান্না গ্রামে চিহ্ন হিসাবে এই প্রথম

আশ্চর্য কাজ করে নিজের মহিমা প্রকাশ করলেন। এতে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন।

১২ তারপর যীশু, তাঁর মা, তাঁর ভাইয়েরা ও তাঁর শিষ্যেরা কফরনামূহ শহরে গেলেন, কিন্তু বেশী দিন তাঁরা সেখানে থাকলেন না।

যিরূশালেমের উপাসনা-ঘরে প্রভু যীশু

১৩ যিহূদীদের উদ্ধার-পর্বের সময় কাছে আসলে পর যীশু যিরূ-
শালেমে গেলেন। তিনি সেখানে দেখলেন, লোকেরা উপাসনা-ঘরের
মধ্যে গরু, ভেড়া আর কবুতর বিক্রী করছে এবং টাকা বদল করে
১৫ দেবার লোকেরাও বসে আছে। এ সব দেখে তিনি দড়ি দিয়ে একটা
চাবুক তৈরী করলেন, আর তা দিয়ে সমস্ত গরু, ভেড়া এবং লোক-
দেরও সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। টাকা বদল করে দেবার
লোকদের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি তাদের টেবিলগুলো উল্টে
ফেললেন।

১৬ যারা কবুতর বিক্রী করছিল যীশু তাদের বললেম, "এই জায়গা
থেকে এসব নিয়ে যাও। আমার পিতার ঘরকে ব্যবসার ঘর কোরো
না।" এতে পবিত্র শাস্ত্রে লেখা এই কথাটা তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল-

তোমার ঘরের জন্য আমার যে গভীর ভালবাসা,
সেই ভালবাসাই আমার অন্তরকে জ্বালিয়ে তুলবে।

১৮ তখন যিহূদী নেতারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এই সব
করবার অধিকার যে তোমার সত্যিই আছে, তার কি প্রমাণ তুমি
আমাদের দেখাতে পার?"

১৯ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, "ঈশ্বরের ঘর আপনারা ভেংগে
ফেলুন, তিন দিনের মধ্যে আবার আমি তা উঠাব।"

২০ এই কথা শুনে যিহূদী নেতারা তাঁকে বললেন, "এই উপাসনা-
ঘরটা তৈরী করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর তুমি কি তিন
দিনের মধ্যে এটা উঠাবে?"

২১ যীশু কিন্তু ঈশ্বরের ঘর বলতে নিজের দেহের কথাই বলছিলেন।
২২ তাই যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলে পর তাঁর শিষ্যদের মনে
পড়ল যে, তিনি তাঁদের ঐ কথাই বলেছিলেন। তখন শিষ্যেরা পবিত্র
শাস্ত্রের কথায় এবং যীশু যে কথা বলেছিলেন তাতে বিশ্বাস করলেন।

২৩ উদ্ধার-পর্বের সময় যীশু যিরূশালেমে থেকে যে সব আশ্চর্য
২৪ কাজ করছিলেন তা দেখে অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস করল। যীশু
কিন্তু তাদের কাছে নিজেকে ধরা দিলেন না, কারণ তিনি সব মানুষকে
২৫ জানতেন। মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের দরকারও তাঁর ছিল না,
কারণ মানুষের মনে যা আছে তা তাঁর জানা ছিল।

নতুন জন্ম

৩ ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে যিহূদীদের একজন নেতা
২ ছিলেন। একদিন রাতে তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "গুরু,
আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে
এসেছেন, কারণ আপনি যে সব আশ্চর্য কাজ করছেন, ঈশ্বর সংগে না
থাকলে কেউ তা করতে পারে না।"
৩ যীশু নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি,
নতুন করে জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পায় না।"
৪ তখন নীকদীম তাঁকে বললেন, "মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে কেমন
করে তার আবার জন্ম হতে পারে? দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে ফিরে
গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?"
৫ উত্তরে যীশু বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, জল এবং
পবিত্র আত্মা থেকে জন্ম না হলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারে
৬ না। মানুষ থেকে যা জন্মায় তা মানুষ, আর যা পবিত্র আত্মা থেকে
৭ জন্মায় তা আত্মা। আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন
৮ করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না। বাতাস যেদিকে
ইচ্ছা সেদিকে বয়, আর আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা
থেকে আসে এবং কোথায়ই বা যায় তা আপনি জানেন না। পবিত্র
আত্মা থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম হয়।"
৯ নীকদীম যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কেমন করে হতে
পারে?"
১০ তখন যীশু তাঁকে বললেন, "আপনি ইস্রায়েলীয়দের শিক্ষক
১১ হয়েও কি এ সব বোঝেন না? আপনাকে সত্যিই বলছি, আমরা
যা জানি তা-ই বলি এবং যা দেখেছি সেই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিই, কিন্তু
১২ আপনারা আমাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেন। আমি আপনাদের কাছে